দৈনিক বাংলা
তারিখ 16 AUG 1985

চারটি বোর্ডের ফল প্রকাশ

এসএসসিতে পাসের গড় হার ৪৬.১২%

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। এবার ৩ লাখ ১৯ হাজার ৫৪১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৪৬৫ জন। চারটি বোর্ডের পাসের হার গড়পড়তা ৪৬ দশমিক ১২ শতাংশ।

পাসের সর্বোচ্চ হার কুমিল্লা বোর্ডের ঃ ৫১ দশমিক ৩৮ ভাগ। সর্বনিম্ন হার ঢাকা বোর্ডের ঃ ৪১ দশমিক ৭৬ ভাগ। রাজশাহী বোর্ডের পাসের হার ৪৫ দশমিক ৮৫ ভাগ ও যশোর বোর্ডের পাসের হার ৪৬ দশমিক ২০ ভাগ।

ঢাকা বোর্ডে এ বছর ৫টি লেটারসহ ৮৬০ নম্বর পেয়ে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র রেজওয়ানুল কবীর (রোল মির্জা নং ১৯৮৬৭) প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম স্থান পেয়েছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র মোঃ মনজুর মোর্শেদ। সে ৪টি লেটারসহ ৮৩৯ নম্বর পেয়েছে। তার রোল চট্ট-১ নং ৪৮৩। যশোর বোর্ড থেকে প্রথম হয়েছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আবুল হাসান মুহম্মদ বাশার, (রোল ঝিনাইদহ, ক্যাডেট নং ১২)। সে ৬টি লেটার নিয়ে মোট ৮৭৯ নম্বর পেয়েছে। রাজশাহী বোর্ডে প্রথম স্থানের অধিকারী রাজ-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

রেজওয়ানুল কবীর

রেজওয়ানুলের পছন্দ শিক্ষকতা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের শীর্ষ স্থান অধিকারী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র রেজওয়ানুল কবীর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ওপর গবেষণা করতে ইচ্ছুক। পেশা হিসাবে তার পছন্দ শিক্ষকতা।

কবিরের বাবা লেঃ কর্নেল ডাঃ আবদুস সবুরের কর্মস্থল রংপুর। গতকাল রংপুরে টেলিফোন করে আমরা কবিরের সাক্ষাৎকার

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

মনজুর মোরশেদ প্রকৌশলী হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

চট্টগ্রাম, ১৫ই আগস্ট।— কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪টি লেটারসহ ৮৩৯ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাই স্কুলের ছাত্র মনজুর মোরশেদ।

মনজুর মোরশেদের বাবা জনাব

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সম্মিলিত মেধা তালিকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

চারটি বোর্ডের ১৯৮৫ সনের এসএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকা নীচে দেয়া হলো ঃ

ঢাকা বোর্ড

প্রথম ঃ রেজওয়ানুল কবীর মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), দ্বিতীয় ঃ শেখ আরিফ আহমদ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), তৃতীয় ঃ হাসান শাহেদ সফি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), চতুর্থ ঃ জেসমিন রহমান আরব মিশন পাবলিক স্কুল ঢাকা (পাঁচটি লেটার) পঞ্চম ঃ ফয়সাল আহমদ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), ষষ্ঠ ঃ কাজী ইফফাত হক উদয়ন বিদ্যালয় ঢাকা (পাঁচটি লেটার), সপ্তম ঃ শওকত আলী সাদী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), অষ্টম ঃ সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ সালিম জাবির গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ঢাকা (চারটি লেটার), নবম ঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল (চারটি লেটার), দশম ঃ মোহাম্মদ জিয়া-উল হোসেন সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার), একাদশ ঃ শামলা নাহিদ নলো অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় ঢাকা (পাঁচটি লেটার), দ্বাদশ ঃ সেহানা নাহিদ করিম ভিকারুননেসা নূন স্কুল ঢাকা (চারটি লেটার), ত্রয়োদশ ঃ আসাদ আলম সিয়াম মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), চতুর্দশ ঃ মাহেরীন মতিন উদয়ন বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার) মাশরুর হাসান সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল (পাঁচটি লেটার) ও আহমেদ শাহাদউল্লাহ মজুমদার মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার), পঞ্চদশ ঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (চারটি লেটার) মোহাম্মদ বদরুল মনীর সারওয়ার মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) মোহাম্মদ মাজহারুল শহীদ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার)

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

জেসমিন রহমান

জেসমিন দৈনিক ষোল ঘণ্টা পড়তো—

(স্টাফ রিপোর্টার)

আরব মিশন পাবলিক স্কুলের ছাত্রী জেসমিন রহমান শীলা ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় তার স্থান চতুর্থ।

শীলার আগ্রহ রয়েছে ইলেকট্রনিকসে। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে সে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ভবিষ্যতে পেশা

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

আবুল হাসান মোহাম্মদ বাশার

বাশারের বাবা ক্যান্সারে মারা যান—তাই সে ডাক্তার হবে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

যশোর, ১৫ই আগস্ট।— যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকারী আবুল হাসান মোহাম্মদ বাশার ডাক্তার

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

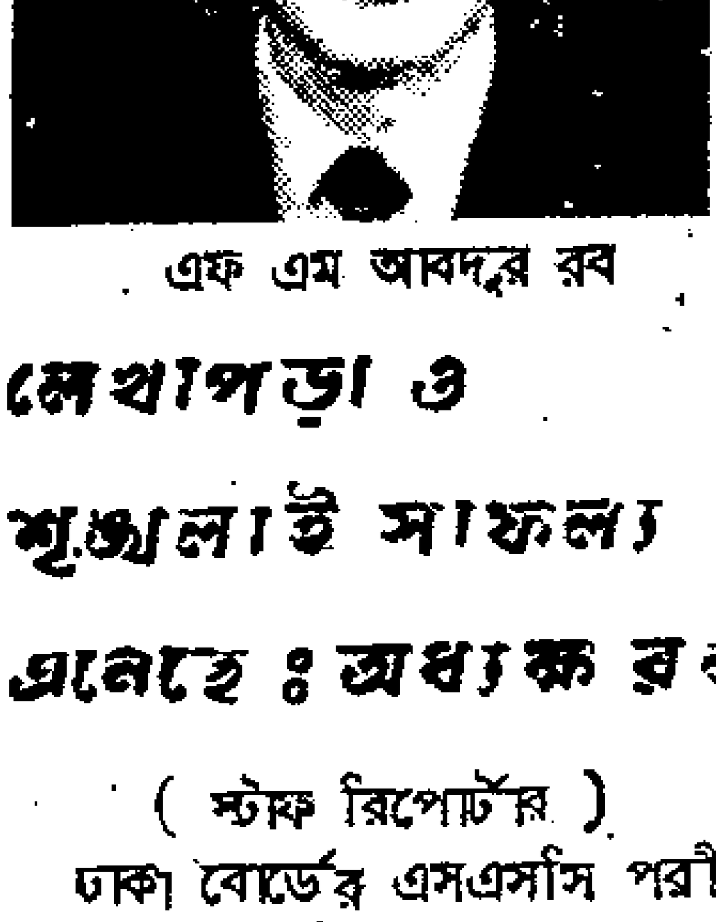

এফ এম আবদুর রব

লেখাপড়া ও শৃঙ্খলাই সাফল্য এনেছে ঃ অধ্যক্ষ রব

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকায় এবার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানসহ ১১টি স্থানই দখল করেছে

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

76-B

তারিখ ... 16 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

সম্মিলিত মেধা তালিকা

(১২-এর পৃঃ পর)

(১২-এর পৃঃ পর)

দ্বাদশ : এ কে এম শামসুল ইসলাম (৫টি লেটার) কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ।

ত্রয়োদশ : কুতুবুল আক্তার মোঃ মঈন উদ্দিন আতাতুর্ক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (৩টি লেটার)।

চতুর্দশ : শেখ মোহাম্মদ হাসান মামুন (৪টি লেটার) চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল।

পঞ্চদশ : আশির উদ্দীন আহমেদ (৪টি লেটার) কুমিল্লা জেলা স্কুল ও আবুল কাশেম মোঃ মাহমুদুল হাসান কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ (৪টি লেটার), মোহাম্মদ দিদার হোসেন ভুঁইয়া এনজিএফএফ স্কুল (৪টি লেটার)

ষষ্ঠদশ : মোহাম্মদ জাবেদ আকবর (৫টি লেটার) সিলেট ক্যাডেট কলেজ।

সপ্তদশ : খোন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল মুমিন (৫টি লেটার) হবিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়।

অষ্টাদশ : মোহাম্মদ সেলিম মাহবুব (৪টি লেটার) সিলেট ক্যাডেট কলেজ।

ঊনবিংশ : কাজী মোহাম্মদ জিয়াউর রশীদ (৪টি লেটার) চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, মোঃ জাকারিয়া (৪টি লেটার) সিলেট সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ বজলুল বারী ভুঁইয়া (৪টি লেটার) সিলেট ক্যাডেট কলেজ, মোঃ মাসুদ হাসান সিলেট ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার)।

বিংশ : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় (৪টি লেটার), মোঃ মনিরুল আলম মুরাদনগর ডি-আর উচ্চ বিদ্যালয় (৪টি লেটার) সৈয়দ ইউসুফ শাহরিয়ার ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (৪টি লেটার), সাঈদ আহমেদ সিলেট ক্যাডেট কলেজ (৪টি লেটার)।

রাজশাহী বোর্ড

প্রথম : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (ছয়টি লেটার), দ্বিতীয় : সাদেকা তামান্না বগুড়া সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (ছয়টি লেটার), তৃতীয় : মোহাম্মদ আতিকুর রহমান রাজশাহী সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার), চতুর্থ : এ কে এম এহসানউল্লাহ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার) ও মুহাম্মদ আতাউল হক সিরোইল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় রাজশাহী (ছয়টি লেটার), পঞ্চম : মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার); ষষ্ঠ : মোহাম্মদ ইয়াদুল ইসলাম পাবনা ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), সপ্তম : বশির আহমেদ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), মোহাম্মদ শামসুল আজম আল ফারুক শিবলী রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার) ও মোহাম্মদ হাসিবুল হক পাবনা ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), অষ্টম : শাহরিয়ার রশীদ পাবনা ক্যাডেট কলেজ (ছয়টি লেটার) ও মুনা হক বগুড়া সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার), নবম : মোহাম্মদ আসাদুল করিম রাজশাহী সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার) ও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), দশম : মোহাম্মদ মাসকাওয়াথ আহসান রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (পাঁচটি লেটার), একাদশ : অনিন্দ্য কুমার নাথ রাজশাহী সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার), মোহাম্মদ মামুন হোসেন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার) ও মোহাম্মদ ইসমাইল হাসান পাবনা ক্যাডেট (পাঁচটি লেটার), দ্বাদশ : আবুল হাসান মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার) ত্রয়োদশ : মোহাম্মদ কায়সার আলী রাজশাহী সরকারী লেবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার), চতুর্দশ : মোহাম্মদ মশিউর রহমান সিরোইল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় রাজশাহী (চারটি লেটার), মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা কামাল রংপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) ও জিল্লা হোসেন রংপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), পঞ্চদশ : এ কে এম মশিউল মুনীর রংপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি লেটার) ও জাবীন জাহান রাজশাহী সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার), ষষ্ঠদশ : নুরুল আলম মোহাম্মদ জাকির হোসেন খান রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ (চারটি লেটার) ও মোহাম্মদ ছায়ফুল আনাম সিদ্দিকী নীলফামারী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (চারটি লেটার), সপ্তদশ : মোহাম্মদ আবু রাশেদ রাজশাহী সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় (চারটি লেটার), অষ্টাদশ : মোহাম্মদ রুহুল আমীন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (পাঁচটি লেটার), মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার) মোহাম্মদ সুমন মির্জা রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার) ও মোহাম্মদ আবদুল খালেক রংপুর জেলা স্কুল (চারটি লেটার), ঊনবিংশ : মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম রাজশাহী সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার) ও মোহাম্মদ আমানুল হক [illegible] বিদ্যালয় স্কুল (চারটি লেটার) এবং বিংশ : মোহাম্মদ [illegible] রাজশাহী ক্যাডেট [illegible] (পাঁচটি লেটার) ও এ বি এম [illegible] রহমান সোনাতলা [illegible] বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার)।

তারিখ ... 16 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

76-C

দৈনিক বাংলা

এসএসসিতে পাসের গড় হার

(প্রথম পৃঃ পর)

শাহী ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, (রোল, রাজ, ক্যাডেট নং ১), ৬টি লেটারসহ সে ৮৬৭ নম্বর পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ড থেকে এবার পরীক্ষা দিয়েছিল নতুন ও পুরনো কোর্স মিলিয়ে মোট ৯৫ হাজার ৪৮৫ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ৬৫ হাজার ৪০ জন ছাত্র। পরীক্ষায় পাস করেছে ৩৯ হাজার ৮৮৪ জন। এদের মধ্যে ২৮ হাজার ২৭৩ জন ছাত্র। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৬ হাজার ৬৩৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ২৫ হাজার ৮৯৩ জন ও তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৭ হাজার ৩৫৫ জন;

এই বোর্ডে নতুন কোর্সে পাসের হার ৪১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। নতুন ও পুরনো কোর্স মিলিয়ে গড় পাসের হার ৪১ দশমিক ৭৬ ভাগ। এর মধ্যে বিজ্ঞানে পাসের হার সর্বোচ্চ ৫৮ দশমিক ২২ ভাগ। কলা বিভাগে পাসের হার ৩৬ দশমিক ৯৩ ভাগ।

ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় এবার আধিপত্য মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের। প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে এই কলেজের ১৩ জন ছাত্র ১১টি স্থান দখল করেছে। বোর্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান এই কলেজের ছাত্ররাই পেয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন স্কুল এবার ১৪টি স্থান একক অথবা যৌথভাবে পেয়েছে। গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্ররা এবার মেধা তালিকায় মাত্র ৩টি স্থান নিতে পেরেছে। মেয়েদের স্থানও এবার গৌণ। তারা মেধা তালিকায় ৪টি স্থান পেয়েছে এবং সবাই ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রী।

কুমিল্লা বোর্ড থেকে এবার ৭৪ হাজার ৮০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস করেছে ৩৮ হাজার ৫৫৩ জন। পাসের হার ৫১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে নতুন কোর্সে পাসের হার ৫৩ দশমিক ৯১ ও পুরনো কোর্সে পাসের হার ৪৭, দশমিক ৩৫ ভাগ। বোর্ড থেকে নতুন কোর্সেই বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল।

এই বোর্ড থেকে এবার প্রথম বিভাগে ৫ হাজার ৪৮৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২৫ হাজার ৯৫০ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৭ হাজার ১১৭ জন পাস করেছে।

কুমিল্লা বোর্ডের মেধা তালিকায় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও সিলেট ক্যাডেট কলেজের আধিপত্য। দুটি স্কুল থেকে ছাত্ররা ৬টি করে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ৩টি ও ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ১টি স্থান। প্রথম স্থান পেয়েছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। দ্বিতীয় স্থান যৌথভাবে পেয়েছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট ও আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়।

এই বোর্ডের ২০ জনের মেধা তালিকায় দুজন ছাত্রীর নাম রয়েছে। তারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

যশোর বোর্ড থেকে এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিল ৭৩ হাজার ২৫১ জন ছাত্রছাত্রী। পাস করেছে ৩৩ হাজার ৮৪৪ জন। পাশের হার ৪৬ দশমিক ২০ শতাংশ।

এই বোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে ৫ হাজার ৯৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২০ হাজার ৯২৯ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৭ হাজার ৮২০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

যশোর বোর্ডের মেধা তালিকায় নিরংকুশ আধিপত্য ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। এই কলেজের ছাত্ররা ২০টি স্থানের মধ্যে ১৯টি স্থানই দখল করেছে। শুধু ষোড়শ স্থানটি তাদের হাতছাড়া হয়েছে। এটি পেয়েছে কুষ্টিয়ার জেলা স্কুল। এই স্কুল যৌথভাবে চতুর্দশ স্থানও পেয়েছে। এই বোর্ডের মেধা তালিকায় মেয়েদের কোন নাম নেই।

রাজশাহী বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭৬ হাজার ৭২৫ জন ছাত্রছাত্রী। পাস করেছে ৩৫ হাজার ১৮৪ জন। এর মধ্যে রয়েছে প্রথম বিভাগে ৪ হাজার ২৯৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২০ হাজার ৮৭৩ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১০ হাজার ১৪ জন। পরীক্ষায় পাসের হার গড়ে ৪৫ দশমিক ৮৫ ভাগ।

এই বোর্ডে নতুন কোর্সে পাসের হার ৪৪ দশমিক ৪৮ ভাগ ও পুরনো কোর্সে ৪৬ দশমিক ৯২ ভাগ।

রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকায় জয়কার রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের। এই কলেজের ১২ জন ছাত্র মোট ২০টি স্থানের মধ্যে ১০টি স্থান পেয়েছে। এছাড়া পাবনা ক্যাডেট কলেজ ৪টি ও রংপুর ক্যাডেট কলেজ ২টি স্থান পেয়েছে। এই বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে বগুড়া সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাদেকা তাসনীমা। মেধা তালিকায় সে-ই একমাত্র মেয়ে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্যাডেট কলেজগুলোই বেশিসংখ্যক স্থান অধিকার করেছে। এছাড়াও লক্ষ্যণীয়, মেধা তালিকায় এবার মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম—চার বোর্ডে মাত্র ১০ জন।

দৈনিক বা

16 AUG 1985

... ...।...কলাম...।... ...

76-D

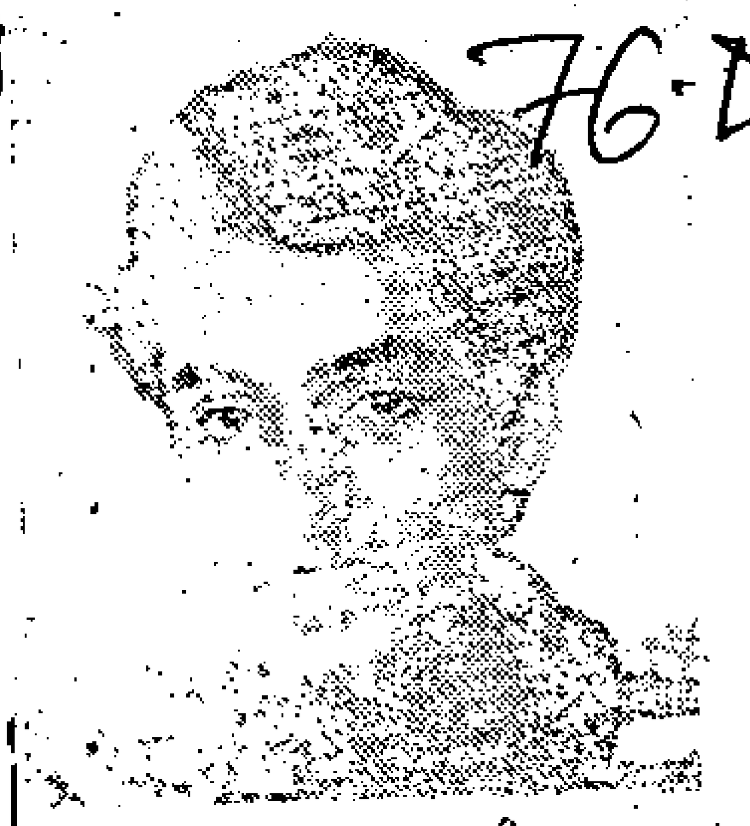

হাসান শাহেদ শফি

শেখ আরিফ আহমদ

হাসান বিদেশে লেখাপড়া করতে আগ্রহী

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় হবার গৌরব অর্জন করেছে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র হাসান শাহেদ শফি, সে ভবিষ্যতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছুক।

হাসান শাহেদ ওরফে সুমন ক্যাডেট কলেজে নৈমিত্তিক পড়াশোনা করেছে তিন ঘন্টা। টেস্টের পর প্রতিদিন পড়েছে তিন-চার ঘন্টা করে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পরীক্ষায় ভালো ফল হবে। সপ্তম শ্রেণী থেকে সে ক্যাডেট কলেজে পড়ছে। এর আগে পড়তো ঢাকার সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে। টেস্ট পরীক্ষায় সুমন সেকেন্ড হয়েছিল।

সুমন বললো, পড়াশোনায় ওর বাবা-মা ওকে উৎসাহ দিয়েছেন। কলেজের সুশৃংখল শিক্ষার পরিবেশও ওকে ভালো রেজাল্ট করতে সহায়ক হয়েছে। এইচএসসি পাশ করে সে বিদেশে পড়াশোনা করতে আগ্রহী।

সুমনের বাবা কে বি এম শফি উদ্দীন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী। এমএস করার জন্যে তিনি লন্ডন গেছেন। সুমনের মাও সেখানে গেছেন গত জুনে।

দুই ভাই এক বোনের মধ্যে সুমন সবার বড়। তার ভাইবোনও কৃতী ছাত্রছাত্রী। সুমনের হবি হলো ডাকটিকিট সংগ্রহ, গল্পের বই পড়া এবং ভ্রমণ। প্রিয় লেখক ... [illegible] আহমদ ও জহির রায়হান। বাবার চাকরি সূত্রে সে মালয়েশিয়া, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ সফর করেছে। তাদের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায়।

আরিফের বাবা-মা সন্ধ্যা পর্যন্ত খবর জানতেন না—

।।জালালউদ্দীন আহমদ।।

বাবা মা বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় কেউই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জানতেন না যে ঢাকা বোর্ডের এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় শেখ আরিফ আহমদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আরিফ মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র।

ওর সাক্ষাৎ নেয়ার জন্যে আরিফের বাবার কর্মস্থল করটিয়া সরকারী সাদাত কলেজে যাই। আরিফের বাবা জনাব আবদুল হক ঐ কলেজের একজন করনিক। গত সন্ধ্যায় আরিফের খোঁজে ঐ কলেজে গিয়ে জানতে পারি এই সংবাদ এখনো সেখানে পৌঁছেনি। আমার কাছ থেকে এই খবর শোনার পর কলেজের সকল স্তরের কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। পরে এখান থেকে আরিফের গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য পাকুল্লা বাজারে আসি। পাকুল্লা বাজারেই পিতা আবদুল হকের কাছে ছেলের এই সংবাদ পৌঁছে।

বাজারে দেখলাম আরিফকে দেখার জন্য শত শত লোক তার গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন। কেউ ফুল হাতে কেউ মিষ্টি নিয়ে। বলাবাহুল্য, আরিফের বড় ভাই মামুনও গত এসএসসিতে ঢাকা বোর্ডের মধ্যে বিজ্ঞান গ্রুপে ২য় স্থান অধিকার করে।

শামীমা প্রকৌশলী হতে চায়—

(স্টাফ রিপোর্টার)

চট্টগ্রাম, ১৫ই আগস্ট।— কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় ৮২৮ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী স্কুলের শামীমা অনু।

তার বাবা জনাব আনোয়ার হোসেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগের সিনিয়র টেস্টিং অফিসার। মা ঐ স্কুলেরই সহকারী শিক্ষিকা। অনু বেতারে গান, আবৃত্তি, উপস্থাপিকা শিল্পী হিসেবে পরিচিত। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে সে বৃত্তি পেয়েছিল। ... ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে

কাজী ইফফাত হক

ইফফাত রোজ ৫ ঘণ্টা পড়ত—

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় ষষ্ঠ, মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় কাজী ইফফাত হক অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক। সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল উদয়ন স্কুল থেকে।

বাবা-মা দুজনেই ওকে উৎসাহিত করেছেন। সে রোজ পাঁচ ঘন্টা পড়তো। বিজ্ঞানের জন্যে দুজন গৃহশিক্ষক ছিল তার। ইফফাতের বাবা কাজী একাদুল হক পেশায় আইনজীবী। মা ডক্টর শরীফা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট প্রফেসর।

ইফফাত বললো, ক্লাসে সে ফার্স্ট হতো। ভালো রেজাল্ট করার ব্যাপারে স্কুল থেকে ভালো সহযোগিতা পেয়েছে সে। ফল আরও ভালো হবে এটা ছিল তার প্রত্যাশা।

ইফফাত দুবার ছবি এঁকে অন্তর্জাতিক শংকর পুরস্কার পেয়েছে দুবার। তিন বছর বয়সেই সে পুরস্কার পায়। এছাড়া ছবি আঁকার জন্যে মস্কো থেকে স্বর্ণ পদক এবং জাপান ও কোরিয়া থেকেও পুরস্কার পেয়েছে সে। আরও পেয়েছে জাতীয় শিশু পুরস্কার। চার বোনের মধ্যে সেজো ইফফাতের শখ গল্প লেখা, বই পড়া ও গান শেখা।

তার প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়, সমরেশ মজুমদার, রিজিয়া রহমান। প্রিয় কণ্ঠশিল্পী ফিরোজা বেগম। অবসরে সে নজরুলগীতি শেখে।

76-E

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ! ... কলাম ... ...

রেজওয়ানুলের পছন্দ

(১ম পৃঃ পর)

নিই। গতকালই কবির দিনাজপুরে গিয়েছিল তার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে রেডিওতে সে তার রেজাল্ট শোনে। রেজাল্ট খুব ভালো হবে—এ ব্যাপারে সে আত্মবিশ্বাসী ছিল। ক্লাসে সে ফার্স্ট হতো। ক্যাডেট কলেজের পড়াশোনার বাইরে দৈনিক ৫/৬ ঘন্টা এবং টেস্টের পর ৮/৯ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে সে। তার অনুপ্রেরণা ছিল আব্বা-আম্মা, শিক্ষকবৃন্দ ও বন্ধুরা। এ প্রসঙ্গে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক সহযোগিতা এবং অধ্যক্ষ জনাব এ এস এম আবদুর রবের বিশেষ যত্নের কথা সে উল্লেখ করে।

উচ্চতর অধ্যয়ন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে রেজওয়ানুল কবির বললো, ভালো ছাত্ররা সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হলে দেশের উন্নতি হবে না।

বাবা-মার একমাত্র ছেলে রেজওয়ান। তার ছোট দুই বোনই কৃতী—ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সোহেলা শাহনাজ ক্লাসে ফার্স্ট হয়। পরের বোন সুহেলা শাহনাজ চতুর্থ শ্রেণীর ফার্স্ট গার্ল।

মেষ রাশির জাতক রেজওয়ানের সখ ডাকটিকিট সংগ্রহ ও বই পড়া। প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ। সে বললো, আমি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত। প্রিয় খেলা ফুটবল, প্রিয় খাবার মিষ্টি।

রেজওয়ান ক্লাস সেভেন থেকে ক্যাডেট কলেজে পড়ছে। এর আগে সে টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী স্কুলে ও কুমিল্লার ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলে পড়েছে। তার শৈশবের তিন বছর কেটেছে মালয়েশিয়ায়।

সম্মিলিত মেধা তালিকা

(প্রথম পৃঃ পর)

ও তৌফিক শামীম, ষষ্ঠদশঃ এস এম সিরাজুল মুনীর মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার) আবু হেনা মোহাম্মদ সদরুল আলম মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), সপ্তদশঃ এস এম ইশতিয়াক মুরতাজা মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (তিনটি লেটার) ও মোহাম্মদ সাহিদ হোসেন মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (চারটি লেটার), অষ্টাদশঃ মজেদ আওয়াল খোন্দকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল (চারটি লেটার); মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল (পাঁচটি লেটার ও আহমদ মুশফেক আলম মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার). অষ্টাদশঃ সাজ্জাদ আওমেদ সৈয়দ উদয়ন বিদ্যালয় (চারটি লেটার) মোহাম্মদ সাজ্জাদ রেজা খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি লেটার) ও মহমুদুল ইসলাম মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার) এবং বিংশঃ একে এম জাকারিয়া পোস্ট অফিস হাইস্কুল (পাঁচটি লেটার)।

যশোর বোর্ড

প্রথমঃ আবুল হাসান মুহম্মদ বাশার (৬টি লেটার), ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, দ্বিতীয়ঃ আজমল পারভেজ খান ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৬টি লেটার), তৃতীয়ঃ শেখ ইকবাল আহমেদ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৬টি লেটার), চতুর্থঃ মোঃ আফতাবউল ইসলাম (৫টি লেটার) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, পঞ্চমঃ মোঃ ইকরামুল করিম ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৬টি লেটার), ষষ্ঠঃ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (৬টি লেটার) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। সপ্তমঃ মোহাম্মদ বজলুর রহমান খান (৫টি লেটার), ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, অষ্টমঃ মাসুদুর রহমান ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার), নবমঃ চৌধুরী মোহাম্মদ নূরুন্নবী ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার), দশমঃ মোহাম্মদ [illegible] রেজাউল কবীর (৫টি লেটার) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ একাদশঃ [illegible] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৪টি লেটার), দ্বাদশঃ জাকির হোসেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৬টি লেটার), ত্রয়োদশঃ শামস আলাউদ্দীন আহমদ (৫টি লেটার) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, চতুর্দশঃ রমন মাহমুদ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার) ও আবু তৈয়ব মোহাম্মদ নাজমুস ছাকীব ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার) পঞ্চদশঃ চৌধুরী মোহাম্মদ রাশেদ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৪টি লেটার) ও সোহেল আহমদ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার), ষষ্ঠদশঃ এ কে এম ফয়জুল হক (৫টি লেটার), কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, সপ্তদশঃ এম এম মোস্তফা বিলাল (৪টি লেটার), ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ অষ্টাদশঃ জমশেদ জালাল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার ও এ এস এম শফিকুল আলম সেলিম বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার), ঊনবিংশঃ মীর মোহাম্মদ রেজাউল আলম (৫টি লেটার) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ বিংশঃ আবু আহসান মোঃ আমিনুল মোহায়মেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার)।

কুমিল্লা বোর্ড

প্রথম ঃ মোহাম্মদ মনজুর মোর্শেদ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল (৪টি লেটার)।

দ্বিতীয় ঃ গোবিন্দ চন্দ্র বণিক চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল (৪টি লেটার), শামীমা আনু আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় (৫টি লেটার)।

তৃতীয় ঃ তাসলিমা আক্তার ফরজুন্নেসা সরকারী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (৪টি লেটার)।

চতুর্থ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম সিলেট ক্যাডেট কলেজ (৫টি লেটার)।

পঞ্চম ঃ মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম সিলেট ক্যাডেট কলেজ (৪টি লেটার)।

ষষ্ঠ ঃ নওশাদ চৌধুরী কুমিল্লা জেলা স্কুল (৫টি লেটার)।

সপ্তম ঃ ছিবগত আহমদ চৌধুরী সিলেট সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (৪টি লেটার)।

অষ্টম ঃ মোঃ শাহ এমরান পালাখাল উচ্চ বিদ্যালয় (৫টি লেটার) ও মোহাম্মদ ফরহাদ মাজহারুল হক চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল (৪টি লেটার)।

নবম ঃ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান সিদ্দিকী কুমিল্লা হাইস্কুল (৪টি লেটার) ও মোহাম্মদ মাহবুব হাসান দাউদকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (৫টি লেটার)।

দশম ঃ মোহাম্মদ আজাদুর রহমান (৪টি লেটার) নোয়াখালী জেলা স্কুল।

একাদশ ঃ কাইছার মোহাম্মদ আবদুল হান্নান চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল (৪টি লেটার)।

৩-এর পৃঃ দ্রঃ